প্রথম আলো

তারিখ 20 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম 2

আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্র মামলা নিয়ে ধুঁকছেন

আবু আনোয়ার

গত বছর আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা এখনো বিচারাধীন। একই ঘটনায় ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ৫৪টি মামলা করা হয়। এর মধ্যে সব মামলার নিষ্পত্তি হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্রের ভবিষ্যৎ এখনো ঝুলে আছে।

ওই ঘটনার সময় শাহবাগে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর ৫১(৮) নম্বর মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মামলায় অভিযুক্ত সাত ছাত্র। আগামী ২৩ আগস্টের মধ্যেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাঁরা উপাচার্যের কাছে অনুরোধ জানান। এ সময় উপাচার্য তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে শিক্ষার্থীদের জানান, এ ব্যাপারে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

মামলা প্রত্যাহারের দাবি আদায়ে আগামী ২১ আগস্ট মানববন্ধন, ২৩ আগস্ট সংহতি সমাবেশ, ২৪ আগস্ট উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন অভিযুক্ত সাত ছাত্র।

গত বছর ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সহিংসতা এড়াতে সরকার কারফিউ জারি করে। পরে সে ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৮০ হাজার মানুষকে দায়ী করে সারা দেশে ৫৪টি মামলা করা হয়। কিছু মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়। কিছু মামলা তুলে নেওয়া হয়। একপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তার পরও কিছু মামলা চলতে থাকে। রায় হয় কয়েকটি মামলার। রায়ে শাস্তিও হয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের। কিন্তু রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমায় তাঁদের শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়।

সাত শিক্ষার্থীর অভিযোগ, চলতি বছর ২৩ জানুয়ারি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির পর ছাত্রদের মামলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা আশ্বাসই থেকে যায়। এমনকি তাঁরা তাঁদের চিকিৎসার জন্য আবেদন করলে তাও বিবেচনায় আনেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

৫১ নম্বর মামলা

গত বছরের ২৩ আগস্ট শাহবাগ থানায় সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগের অপরাধে একটি মামলা (নম্বর শাহবাগ থানা, ৫১(০৮)২০০৭) দায়ের করা হয়। শাহবাগ থানার এএসআই মো. জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলার ধারা দেওয়া হয় ৪৩৫ দণ্ডবিধি। আসামি করা হয় অজ্ঞাতনামা ছয়-সাতজন যুবককে। মামলার বিবরণে বলা হয়, গত বছরের ২১ আগস্ট আনুমানিক বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে পার্কিং করা অবস্থায় সেনাবাহিনীর একটি প্রাইভেট কার (নম্বর ৪০০-০১৪২৬৭) উল্টিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছয়-সাতজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই কাজ সম্পন্ন করেছে বলা হয়। সেখানে আরও বলা হয়, তারা দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৫ ধারায় অপরাধ করেছে।

পরবর্তীকালে এ বছরের ৩ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. গোলাম রব্বানী ও এসআই মো. আলী আজগর খান তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

অভিযুক্ত ছাত্রদের আবেদন

অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, ওই বিক্ষোভের সময় তাঁরা কোনো গোষ্ঠীর বা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করেননি। এটি পরিকল্পিতও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁদের কাছেও এটি ছিল আবেগঘন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। দীর্ঘ রিমান্ড এবং পাঁচ মাস কারাভোগের ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে বিনষ্ট হচ্ছে তাঁদের শিক্ষাজীবন। মামলা চলতে থাকলে এবং রায় হয়ে গেলে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন একটি অবস্থায় তাঁরা সরকারের কাছে মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছেন।